অস্ত সবিতার ছায়ারা

বানী দত্ত

(পূর্ববর্তী সংখ্যায় উপন্যাসটির প্রথম অধ্যায় বেরিয়েছিল। এটি দ্বিতীয় অধ্যায়)

সা - রে - গা - মা - পা

সন্ধ্যা ঘনীভূত। গ্রীষ্মকাল। এ অঞ্চল টায় গরম ও যেমন ঠান্ডাও তেমনি। সবই পছিম থেকে আমদানি। ভাগ্যিস হাসপাত াল জুড়ে আনেক গাছ। তাই হাওয়া বয়, পাতা নড়ে। বিকাল পর্যন্ত গাছের পাতাগুলো নিষ্পন্দ ছিলো। ওয়ার্ড থেকে কোয়ার্টর পর্যন্ত আসতে আসতেই ঘাম ঝরে। সুজাতা বিকালে ঘরে এসেছিলো। চা খাওয়ার বিরতি। আসার পথেই হোস্টেল। দেখলো অর্পিতা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

---আজ তোমার ঘরে যাচ্ছি সুজাতা দি।

---আয় না, আমি তাহলে একটু তাড়াতাড়িই ফিরবো। ঝর্না দি আছেন। ওয়ার্ডে বলে চলে আসবো।

---কী খাওযাবে ?

---যা চাইবি, তাই।

---দান। অর্পিতা পিছন থেকে কথা ছুঁড়ে দিলো।

সাড়ে সাতটা নাগাদ ওয়ার্ডের কাজ সেরে যখন ফিরছিলো তখন বাতাস বইছে। মেডিক্যাল ওয়ার্ডে হাজারো ঝামেলা। সব মিটিয়ে ঝর্না দিকে কাজ বুঝিয়ে ফেরার সময় দেখলো পাতা নড়ে, বাতাস বয়। মনটাই ঠান্ডা হয়ে গেল। সুজাতা ভ াবে জগৎটাই কেন ঠান্ডা নয় ? একেই মানুষের রোগ দুর্দশার শেষ নেই ; তার উপর হানাহানি মারামারি লেগেই আছে পলিটিক্যাল পার্টিগুলো মানুষকে বৈরিতা শেখায়। কিন্তু মানুষ যে কেন এতো অবুঝ ? এমন কী কোন দিন আসবে না যে দিন সব হিংসা ফেলে দিয়ে মানুষ সত্যের সাধনা, সুন্দরের সাধনা করবে! সে নিজে নার্স। হাসপাতালের সব ডিপ ার্টমেন্টেই রোগি ভাঁটা হয়ে গেছে। মানুষের সব রকম দুঃখ কষ্টের সঙ্গেই তার পরিচয় হয়ে গেছে। রোগ যে কতরকম হতে পারে, কতো ভাবে যে মানুষ বিড়ম্বিত হতে পারে, সে যারা জানে, তারাই জানে।

একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়েই এলো। অপির্তা আসবে বলেছে। হঠাৎ মনে হোল, ও তো বলে কয়ে আসার মেয়ে নয়, হঠাৎ আসে। কখনো মন্দিরা, কখনো বিপাশা সঙ্গে আসে। হৈ হৈ করে। আবার হোস্টেলে ফিরে যায়। আজ কে বলে কয়ে আসছে, ব্যাপার কী ! হতচ্ছাড়ির কোনপ্ল্যান আছে নিশ্চয়ই।

ঘরে এসে হাতমুখ ধুয়ে সবে ড্রেস চেঞ্জ করেছে, এমন সময়েই -- ত্রিং। দরজা খুলতেই হুড়মুড়িয়ে খুলে ঢুকে পড়লো অপির্তা, মন্দিরা, বিপাশা, রানুদি ও মিঠুদি। সুজাতার মুহূর্তের বিস্ময় কাটতে না কাটতেই অর্পিতা, মন্দিরা আর বিপাশা সুজাতার চিবুক ধরে গেয়ে উঠলো,

----আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে / নিয়ে এই হাসি রূপ গান ---। তিনজনেই ধিন্‌তা ধিনা করে একপাক নেচে নিলো। রাণুদি আর মিঠুদি হাসতে আরম্ভ করলেন। মিঠুদি মধ্যবয়সী, তিনি এসে সুজাতাকে জড়িয়ে ধরলেন।

----আমি বড়ো অন্যায় করেছি রে, আমারে ক্ষমা কর।

সুজাতা অবাক । --কী বলছেন দিদি, আপনি আবার কী অন্যায় করলেন ?

---নারে, তোর নামে কতো কী বলেছি। একটা আন্‌ম্যারেড মেয়ে একটা ছেলেকে নিয়ে ফ্যামিলি কোয়াট্‌রে আছে। তে ার নামে অনেক কুৎসা করেছি। বলেছি একটা ছেলেকে নিয়ে তুই, ছি, ছি, ছি। আজ অর্পিতার কাছে সব শুনলাম। তুই যে সত্যের জন্য বাবাকেও ফেরাতে পারিস, সেটাকেই ধরে থাক।

মিঠুদি কাঁদতে লাগলেন।

সুজতা প্রায় মাতৃবয়স্কাকে প্রনাম করে বললো, ---দিদি, আমি এসব জানিই না। আমিও তো বিয়ের কথা সবাইকে বলিনি। বড়োদের মধ্যে একমাত্র জানেন ম্যাডাম্। তিনি নাসিং সুপারিনটেনডেন্ট তাঁকে জানাতেই হয়েছে। তাঁকেও বলেছিলাম ব্যাপার টা এখন প্রকাশ না করতে।

রাণুদি সুজতার একটু বড়ো। তিনি গম্ভীর, ---এই সুজি, সমাজের নিয়ম হচ্ছে ভালো সংবাদ হলে সব গুজনদের প্রনাম করতে হয়। তুই মিঠুদিকে প্রনাম করে থেমে গেলি যে ? আমাকে প্রাপ্তিযোগ থেকে বঞ্চিত করলি যে ! আমি তোকে অভিশাপ দেব।

---ওরে বাবারে। ওটা আর দিস না। রাণুদি। শেষ কালে তোকেও আয় তা হলে ! পা দুটো বের কর।

অর্পিতা মন্দিরা আর বিপাশা হেসে কুটিপাটি হোল। রাণুদি গম্ভীর হয়ে চেয়ারে বসে পা বের করলো। সুজাতা প্রনামের ভঙ্গি করতেই রানুদি তাকে জড়িয়ে ধরলো।

---আমরা খুব খুশি রে। বাবা মেনে নেয়নি তাতে কী হয়েছে ? আমারা মেনে নিচ্ছি। আমাদের সমাজের নার্সকে বিয়ে করাটা কঠিন কাজ। কল্যাণ তোকে বিয়ে করেছে। ওকে অল্প যেটুকু বুঝি, তুই সুখিই হবি,

তিন জুনিয়র আপত্তি করলো,

---ও সব চলবে না। ভোজ চাই। নাইলে আমাদের সুখ নাই।

---তা, হ্যাঁ রে, তুই সিঁদূর পরিস নি কেন ? তাহলেই তো সবাই বুঝতে পারতো।

----সেটাই ভালো, মন্দিরা বাজলো,---আমরা শুভদৃষ্টির সময় তোমার বরের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকাবো।

---তাতে ম্যাক্সিমাম ক্ষতি কী হতে পারে ? ধীরে কহে বিপাশা,

----কল্যানদা ভয় পেয়ে তার বৌ এর থেকে চোখ সরাবেই না,

---তোরা আর ফাজলামি করিস না। আসল কথাটা ওকে বল্। শোন্ সুজি। আমাদের প্ল্যান হয়েছে একটা। এই তিন উড়নচন্ডীই উদ্যোগ নিয়েছে তোর সুখবরটা জানার পর। প্রথমে চা, তারপর রাত্রির খাবার। মাঝে টুক্টাক।

---আর ফাঁকে গুঁজে দেওয়া হবে গান, মন্দিরা টীকা !

---দিদি তাহলে আমার কী করার থাকলো ? আমারই তো খাওয়ানোর কথা !

---তুই আবার কী খাওয়াবি লো ? মিঠুদি মিষ্টি, ---আমরা এখন কনে পক্ষ। খাওয়াতে হলে বরপক্ষ খাওয়াবে।

---বিয়ের কনেকে গুজনদের বাধ্য থাকতে হয়। অর্পিতা অর্পন।

---তাহলে কথা দিন আপনারা আমাকে একদিন সুযোগ দেবেন।

---আচ্ছা সে হবে খন, মিঠু ভাষ, ---আপাতত, আমাদের কাজটা করতে দে। বাচ্চো, এখন কী প্রোগ্রাম ?

---যদিও আমরা বাচ্চা নই, অপির্তা সুভাষিতম, ---চৌবাচ্চা। তবে আপাতত রাণুদির সাথে কলহ করবো না। সাথিযো, আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম হচ্ছে চা করতে করতে সুজাতাদির গান শোনা।

---ওরে বাবা !

---গুজনদের অবাধ্য হয়ো না, বিপাশা পাশা।

---অগত্যা !

হৈ হৈ করে চা - পর্ব প্রস্তুত হতে লাগলো।

সুজাতা হারমোনিয়মে বসলো।

তোমরা এসেছো হাসি লয়ে সখি
আমি সুখে কেঁদে মরি
তোমরা বেসেছ আমারে যে ভালো
তাই লয়ে হিয়া ভরি।
মোর আঁধারেতে আনিয়াছো আলো
ভরেছে পরাণ ডালি
পারিজাত হতে ঘ্রান লয়ে এসে

দিয়াছে আমাতে ঢালি।
বলো মোরে সবে কিবা পারি দিতে
আজি আমি প্রতিদান
কোন স্বরগের সুধা লয়ে এসে
রাখিব গো তব মান।
আমি সন্ধ্যার মধুর বাসর
যেন চিরদিন স্মরি
তোমরা আরমাকে নিলে যে গো কিনে
আমারে যে দিলে ভরি।

সুজাতা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। দিদিরা গিয়ে তাকে জড়িয় ধরলেন। মিঠুদি অস্ফুষ্ট বললেন, ---সুজিরে, অপূর্ব ! আর অ ামরা তোকে কিনে নিইনি। তুই-ই আমাদেরকে কিনে নিলি।
সুজাতা মিঠুদিকে জড়িয়ে ধরলো ।
---মোটেই কিনে নেয়নি, বিপাশা ঝঙ্কার, ---প্রথম অপরাধ, লুকিয়ে বিয়ে। রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ তা কী হয়েছে ? আম াদেরকে জানানো হয় নি। ভেরি ব্যাড্। দ্বিতীয় অপরাধ আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যায় কী যে ফ্যাঁটর ফ্যাঁচর কান্না জুড়লো। অসহ্য।
---ঠিক, অর্পিতা তরল, ----এই নাও চা। চা খেয়ে একটু হাইড্রেশান হোক,। চোখের জল ফেলতে সুবিধা হবে। কল্যানদ া এসে স্ত্রীর অশ্রুময়ী হাস্যময়ী রূপ দেখে মুগ্ধ হবে। তারপর, --না আর বলবো না।
---অর্পিতা, মার খাবি, সুজাতার মেঘ ও রৌদ্র।
---কেন মার খাবে ? মন্দিরা সমর্থন, ---এখন কোথায় গান হবে আজ সন্ধ্যায় এসো তুমি সখা, তা না করে তুমি তো ভজন আরম্ভ করলে। ও সব চলবে না, এই সন্ধ্যায় উপযুক্ত গান চাই।
---না, নে আর বক্ বক্ করিস না। চা খেয়ে রান্না করি চল। রাণুদি উবাচ।
---হ্যাঁরে সুজি, মিঠুদি পুনরপি, --বাবা কিছুতেই মেনে নিলেন না।
---না দিদি, মেনে নেন নি,
---তা হোক, তুই তোর সত্যটা আঁকড়ে ধরে থাক। এই ব্যাপারটাই কিন্তু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে আমাদের কে। আমরা আ ছি তোর সঙ্গে।
বন্ধুগন, এবার রান্না, বিপাশা প্রস্তাব, ---তার সঙ্গে অর্পিতার কেত্তন।
---ও ঃ দান ! রাণুদি সংযোজন, --চল, কুটতে কুটতেই শু হোক প্রাক্ রন্ধন গীতি।
অর্পিতা মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে খালি গলায় ধরলো------
----আমি যমুনার তটে তটে ঘুরি
শ্যাম খুঁজে পাই নে,
কুঞ্জেতে আমি আছি পথ চেয়ে
তোমা বিনা চাইনে।
প্রিয়গো, তুমি তো আ মার জীবন মরন
ছুঁইতে চাহিয়ে তোমার চরন
ও রূপ সাগরে ডুবাবো আনন
তাই কোথা ধাইনে।
আমি তোমাতে সঁপেছি জীবন আমার
তোমাতে সঁপেছি হিয়া

তোমার প্রেমেতে জ্বালাবো আমার
নিতি সন্ধ্যার দিয়া,
ওগো শ্যাম, তোমারি লাগিয়া গাঁথিয়াছি মালা
সয়েছি শতেক কন্টক জ্বালা
তোমাতে এবার মরনের পালা
সব সম্পদ নিয়া।

---হাততালি, রানুদি উচ্ছাস। ----তাই ভাবি দিন দিন এত ঢলো ঢলো হচ্ছে কেন? কোথায় সে সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিংকিং ওয়াটার করছে কে জানে? তা আর দেরি কেন? শ্যামটাকে নিয়ে ঝুলে পড়। আমরা পুত ডাকি।
---তাইতো দিদি, আক্ষেপ অর্পিতার, ---তারপর রাণুদিকে জড়িয়ে
---সে যে দেয় না ধরা,
মুরলি বাজায়ে, মুকুট নাচায়ে ---দেয় না ধরা,
অধারের হাসি লুকায়ে রেখে যে, দেয় না ধরা।
পরি বসনে যমুনার তীরে, দেয় না ধরা,
নূপুরের ধবনি ধরাকে দানিয়া, দেয় না ধরা।
---ও লো, ছেড়ে দে। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তা সেই কলির কেষ্টটি কে?
---কেউ নয় দিদি। গান টা গান ই, তবে হ্যাঁ, প্রেম করলে তোমাকেই আগে বলবো।
---দেখেছেন দিদি, ছুঁড়িগুলোর মুখোয় আগল নেই। গুজনদের পিছনে লাগলে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দেবো।
---ওরে বাবারে আমি বরং সরে যাই।
রান্না পর্ব চলতেই লাগলো। অর্পিতা ঝটিতি আর একবার চা করে ফেললো। চা খেতে খেতে মন্দিরার প্রশ্ন ---
---সুজাতাদি, কল্যানদার সঙ্গে তোমার কতদিনের ভাব গো?
---প্রথম পরিচয় ধর বছর নয়েক আগে। সেই বিএ পড়ার সময়, আমার তখন আঠারো, ওর উনিশ, আমরা একই সঙ্গে পড়তাম, তখন শুধুই বন্ধু, আমার বাংলা, ওর ইতিহাস, থার্ড ইয়ার থেকে বুঝলাম আমার সমস্ত চির সঙ্গে ওর চি মেলে। আমাদের বাড়িতে তোদের কল্যান দা যেতো। বাবা, মা, দাদা ওকে খুবই পছন্দ করতো । দাদা আমার সঙ্গেই পড়তো, বই কেনার খরচ বাঁচাতো। বাবা ওর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দাদাকে উৎসাহ দিতেন, ফাইনাল ইয়ারে আমি পাশ করতে পারল াম না, ও পরীক্ষাই দিলো না, ভালো প্রেপারেশন হয় নি তাই।
---তারপর তোমার নাসিং পড়া?
---বাবা বলেছিলেন পরের বার আবার বসতে, আমি ততদিনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি যে নাসিং পড়বো। তাহতেল চ াকরিটা অন্তত পাবো। ভেবেই রেখেছিলাম বি এ টা পরে কম্প্লিট করবো। এদিকে ওর ইচ্ছা এম এ করে বি এড্ করবে, তারপর মাস্টারি করবে। আমরা তখন সবাই জানতাম স্কুল মাস্টারির সিঁড়িতে ওঠা খুবই কঠিন। ঘুষ ছাড়া কিছু হয় না। নীতির দিক থেকে আমি আর তোদের কল্যাণদা দুজনেই ঘুষ দেওয়ার বিরোধী,
----বোঝা গেল নয়িকাই আগে এগিয়েছিল, আর নায়ক? মন্দিরা সপ্রশ্ন,
---নায়ক দূরত্ব রাখতে প্রথম প্রথম। আমাকে পছন্দ করতো বুঝতে পারতাম, কিন্তু বামুন কায়েতের সামাজিক অবস্থানটুকু জানতো। তাছাড়া আমার বাবা মা, মামা, --সবাই বেশ কট্টর পন্থী,
---তাহলে?
---নায়িকাই সব বাধা ঘুচিয়ে দিয়েছিলো।
রাণুদি স্বস্তিবচন, ----বৎসে, তোমার কন্‌ফেশনে আমার প্রীত। নিজের বর তো নিজেই বাগিয়েছো, এখন আমরা তোম াকে বর দিচ্ছি। মা সরস্বতী তোমার কণ্ঠে অধিষ্ঠান কন। তুমি আর একটি গান গাও। এবং সেটা অবশ্যই তোমার বে ানেদের মনোমত হওয়া চাই।

---আজ দিদিরা যা আদেশ করবে, তাই করবো। গানটা ওকে এমনই একদিন শুনিয়েছিলাম যে দিনটা খুবই দুঃখের, অথচ আমার জীবনে খুবই আবেগের।
---রোমান্টিক গন্ধ পাচ্ছি, অর্পিতা তিনবার নাক টানলো।
---কোন দুঃখের দিন রে ?
---অপর্নার কথা মনে আছে মিঠুদি ? একটা হেল্‌থ্‌ সেন্টারে নার্সিংস্টাফ ছিলো। ওর লিউকিমিয়া হয়েছিলো জানেন তো। বছর তিনেক আগের ঘটনা। তখন এখানে আমিও নতুন। কলকাতার ডাক্তাররা জবাব দিলেন। বললেন ভেলোরে চেষ্টা করতে। ওখানে যদি বোন্‌ ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করা যায়, বেচারাকে করাব কেউ নেই। একটি ভাই আছে সঙ্গে যাওয়ার মতো। আপনাদের ভাই তখন চাক্‌রির অসম্ভব কল্পনায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বললাম ভেলোবে যেতে পারবে কী না। মানুষের কাজে লাগতে পারলে ও নিজেকে ধন্য মনে কবে। একপায়ে খাড়া। আমরা যাত্রা করলাম। মাঝপথে অপর্না মারা গেলো। শেষ চেষ্টাটুকুও করতে দিলো না। দরকারি জিনিষগুলো এনে দিয়েছিলেন গ্রামের লোকেরাই। কোন পয়সা নেয় নি। একটি নদীর ধারে তাকে দাহ করা হোল। বাংলার বাইরে। তবু ভাষা কোন সমস্যা হয় নি। আমি সহ্য করতে পারছিলাম না।
---তারপর ?
সুজতা যেন সেই দিনে ফিরে গেল, ---তখন সূর্য অস্ত গেছে। নদীতে আর ও পারের জঙ্গলে রঙের খেলা। ওকে বললাম আমি থাকতে পারছি না। কোথাও নিয়ে চলো। নদীর তীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এসে পা ডুবিয়ে বসলাম। ও আমার পাশে বসলো। বললো একটা গান গাও না। মনটা ভালো হবে। সেই গানটিাই এখন গাইবো।
---গা !
---চলার পথের এই যে বাধার বাঁধগুলি
এসো মোরা দু-জনে আজ যাই ভুলি
এসো মোরা গাড়ী ভুবন ভাগ করে,
এই যে বেদন এই যে রোদন যায় আসে,
দুখের বাঁশি প্রাণের দ্বারে যেই ভাসে--
এসো মোরা দিই গো সেথায় সুখ ভরে।

তোমায় নিয়ে গড়ব আমি স্বপ্ন নীড়
তোমার সুখে দুখে আমি রইবো স্থির।
তোমার সাথে ফেলবো যে পা রাত্রি দিন,
আজকে এসো শপথ নি গো এই বেলা
হাতটি ধরে খেলবো ধরার এই খেলা,
তোমার মাঝে এই আমি যে হলাম লীন।
---তারপর ? মন্দিরা সুউচচ ফিস্‌ফাস।
---তারপর আবার কী ? দেখছিস না দিদিরা আছে।
--আমি বলছি। অর্পিতা হতে তুললো, ---তারপর নিরামিষ প্রেম খতম। নায়িকা নায়কে লীন হলেন। বাকিটা ভেবে নে।
----তোকে আমি খুন করবো হতচ্ছাড়ি, সুজাতার বেলনা উত্তোলন,
---হেল্‌প, হেল্‌প ! অর্পিতার মিঠুদির আশ্রয় গ্রহন,
---আচ্ছা সুজাতা দি, ঠিক সময়ের ঠিক গানগুলো আমদানি করো কী করে গো ?
---সুরগুলো মাস্টারমশাই এর অবদান। লেখাগুলো বেশিবভাগ আমার চপলতা। এ সব আমার ছোটবেলার এক দাদার কাছে পাওয়া অভ্যাস। তার নাম হাদা। একেবারে স্বভাব কবি,
----তোর চপলতার অভ্যাসুটকু বেঁচে থাক। আরে রান্না কতদূর ?

---এই তো আর কিছুক্ষন।
---ধীরে সুস্থেই হোক। মিঠুদি উদাত্ত, ---তোদের জামাইবাবুকে বলে
এসেছি। আজ শুধু আমরা ক-বোন মিলে আনন্দ করবো। দলে পুষ তাকবে শুধুই কল্যান। তবে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে।
---কিন্তু নায়ক তো এখন ও অনুপস্থিত। মন্দিরা জিজ্ঞাসা।
---আরে এসে যাবে। সুজিটার বেশ সাহস আছে। আমরা তো পারিনি। মা বাবা সম্বন্ধে করে বিয়ে দিয়েছিলো তাতেই লট্‌কে আছি। আমি অনার্স গ্র্যাজুয়েট হয়ে নাসিং পড়েছি। তোদের জামাইবাবু তৎকালীন আই - এ। তখন তোনার্সদের সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়াটাই কঠিন ব্যাপার ছিলো, নার্সরা রোগিদের গু-মুত ঘাঁটে তো ! কত মেয়ের শুধু এই কারনেই বিয়ে হয় নি, এখন অবস্থাটা একটু বদলেছে।
----ব্যাপার হচ্ছে এই মিঠুদি, রাণু বিশ্লেষন, ---সব ঠিকঠাক চললে একজন নার্স একুশ বয়সে চাক্‌রি পেতে পারে। এই বয়সে একটি ছেলের চাকররি পাওয়া অসম্ভব, এস. সি, এস . টি, ও.বি.সি এইসব হয়ে চাকরির বাজার আরও ছোট।
----যা বলেছিস। গরম মশলার গন্ধটা বেশ ভলোই লাগছে রে। দরজায় কড়া,
----যাই, সুজাতা দরজা খুললো,
কল্যান ঢুকলো এবং চমকালো, সকলেই হৈ হৈ করে উঠলো, বিপাশা কল্যানের জন্য চা চাপালো।
---এসো ভাই, মিঠুদি, ---আজ তোমাদেরই ঘরে তোমরা অতিথি। -----এই দেখনা, দিদিরা আর আমার এই শত্রুগুলো সবাই খবর পেয়ে আমাকে ঘর ছাড়া প্রানী করে তুলেছেন। সন্ধ্যা থেকে কত কী না হোল। ইনি মিঠুদি আর ও রানুদি, যেহেতু আমরা খবর দিই নি, তাই লজ্জা আমাদের, দিদিরা আমাদের বিয়েকে স্বীকৃতি দিতে এসেছেন।
----আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি না, তিন সখি তারস্বরে,----নো সিঁদুর, নো উলু, নো শানাই, নো শুভুদৃষ্টি, নো বাসর ঘর, নো বিয়ে। এ বিয়ে আমরা শুনলাম। মানছি না, মানবো না।
---আমার কতো দিনের সাধ, বিপাশা, ---সুজাতাদিকে সাজাবো। ধ্যারড়া করে কাজল লেপবো, পাতা কেটে খোঁপা করে দেবো।
----জ্যাবড়া করে চন্দন লাগাবো, মন্দিরা, ----আলকাতরা দিয়ে বিউটি স্পট করবো।
----পুঁটুলি করে শাড়ি পরাবো, অর্পিতা, ----এক বালতি আলতা পরাবো। সুজাতা শঙ্কিত দৃষ্টিতে কল্যানের দিকে তাকালো। কল্যান চা নিয়ে হেসে ফেললো।
----তারপর আমার বউটিকে চেনা যাবে তো ?
----না চিনলে আমরা আছি।
---চোপ, পাজিরা। দিদি জামাইবাবুর পিছনে লাগবি না।
---মিঠুদি, শ্যালিকা পুরানে আছে যে জামাইবাবুদের পিছনে না লাগলে শালিরা গোময় নরকে যায়।
---শ্যালিকাসুন্দরীরা যাতে নরকে না যায়, তাজন্য পিছনে লাগার অনুমতি দিলাম, দিদি, আপনাদেরকে একটু প্রনাম করবো।
----আমাকে নয়, আমাকে নয়, রাণুদি শঙ্কা, ----মিঠুদিকে।
----আর আমাদের কে ?
----তোদেরকে আশীর্বাদ, তোরা বরং জামাইবাবুকে প্রনাম কর,
---মোটেই না, আগে বাসর ঘরে টিমটি কাটি, তারপর,
---চল এবার খেতে বসি। রান্না তো শেষ !
---দেখুন কল্যানদা, বিপাশা কল্লোলিনী, ---আজ বৌ- এর রান্না নয়। দোষ দেবেন না।
---বাপরে, আমার ঘাড়ে একটাই মাথা,
ভোজন পর্ব শু হোল,
---সুজি, ভাইটি আমার ছেলে ভালোই। দেখ, কতো লেখাপড়া করেছে ; তবু কী বিনয়, ওর দিদি ডাকে কান জুড়িয়ে য

ায়।
---আর আপনাদের বোনটা ? মন্দিরা কলহ।
---বহুকাল বাদে আজ এক পরম আনন্দের সঙ্গে খাচ্ছি।
---দিদি, আপনারা ওকে সুজি বলে ডাকেন কেন ? আপনারা ওর ডাক নাম জানেন না ?
---এই বলে দিও না।
---আচ্ছা, তুই -ই বল না।
---তিপু। কিন্তু সে নাম আমি মুছে ফেলতে চাই। আমার এই নামই ভালো।
---ব্যাপারটা গম্ভীর হচ্ছে। বন্ধুগন, খাওয়ার শেষে অপির্তার সমাপ্তি সংগীত হোক।
---না মন্দিরা গাইবে। এই, তুই তো গাস। এবার তোর শোনানোর পালা।
---তোদের মতো ভালো হবে না। তবে না হাসলে শোনাতে পারি।
---হাসবো না। বেজার মুখে থাকবো। চাইলে কেঁদেও ফেলতে পারি।
---গাওয়ার আগেই পিছনে লাগলে গানে কুলুপ,
---আচ্ছা ওকে জ্বালাস কেন ?গাইতে দেনা, মিঠুদি ধমক।
খাওয়ার শেষে মন্দিরা গান ধরলো,
---এই কথাটি দিলাম বলে
কখনো ভেবোনা মনে,
তোমরা নহ তো একাকী পথিক
আছি মোরা তব সনে।
ককনো সুখেতে কভুবা দুখেতে
রব মোরা সাথে সাথে।
তোমাদেরি জয় হবে নিশ্চয়
সত্যের অলো রথে।
নিবিড় প্রেমের তোল গুঞ্জুন
পুলকে ভবুক ধরা,
তোমাদের গুনে হোক সব প্রান
হাসির বাদল ঝরা।

---আরেববাস, কী অপূর্ব। কেউ তো কম যায় না দেখছি, মিঠুদি বিস্ময়, ---কিন্তু তুই এ স্টক পেলি কোথায় ?
---গোপন কথাটি রবে যে গোপনে--।
---দিদি এবার চলুন, রানুদি, ---এই, চল রে ! নারে সুজাতা, আমরা খুব খুশি। দুজনেই আমাদের ঘরে আসিস। জানিস, এতো ভালো সন্ধ্যা বোধ হয় এ জীবনে আর হবে না।
---কেন দিদি, কল্যান সরব,---মাঝে মাঝেই হতে পারে।
---অবশ্যই পারে অর্পিতা, ---আমি পাশেই থাকি। মাঝে মধ্যেই আড্ডা জমাবো।
সকালে বেরিয়ে যেতে সুজাতা দরজা বন্ধ করতেই দরজা ফাঁক করে অর্পিতার অনুচচা, ----আজরাতের বিবরন কালচাই।
তারপরে মুহূর্তে পলায়ন।

শন শন ঝঞ্ঝা বনাম ধক্ ধক্ আগ্নেয় গিরি
কল্যান বাড়ি গিয়েছিলো। শোভনপুর। নেহাতই অজ পাড়াগ্রাম। জনবসতি মন্দ নয়। চাষ আবাদই প্রধান জীবিকা।কিছু

দোকান পাটও আছে। তাদের নিজেদেরও ব্যবসাপত্র আছে। বাবা মাথার উপরে, ভায়েরা ব্যবসা-পত্র চালায়। সেও যে াগ দেয়, নিজের যৎ সামান্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যবসা থেকেই পায়। তাদের দুজনের সংসার চলে সুজতার টাকায়।

কলকাতা থেকে উকিলবাবুর নড়াচড়ার কোন সংকেত এখনো পায় নি। তবে এই তো সপ্তাহখানেক পার হোল। ভোরে বেরিয়েছিলো কোয়াটার থেকে। সুজাতা পই পই করে বলে দিয়েছে ঘরে এসে খাওয়ার জন্য। বাড়িতে মাকে বলে ফিরতে ফিরতে বেলা আড়াইটা হোল। আকশটা একটু মেঘলা। খোলা দরজা দেখে ঘরে ঢুকেই দেখলো সুজাতা বসে আছে। এক ভদ্রলোক চা খেতে খেতে কথা বলছেন । সুজাতা তাঁর কথা শুনে হাসছে।
---তুমি এসে গেছো ?দেখেছো, কে এসেছেন ?
কল্যান প্রথম দর্শনেই একটু স্মরন স্বল্পতায় ভুগলো। পরমুহূর্তেই চিনতে পেরে বিস্মিত হোল।
---আরে অভিমুন্যুবাবু যে !
---চিনতে পেরেছেন তাহলে ?
---চিনবো না, আমি তো সেই রাত্রে ঘরে ফিরেই আপনার কথা সবিস্তারে ওকে বলেছি, ওর তো খুব আগ্রহ ছিলো অ াপনার সঙ্গে আলাপ করার। যাই হোক, কী খবর বলুন,
---আপনাকে ভালো লেগেছিলো বলেই তো আমি আপনার ঠিকানা নিয়ে ছিলাম, খবরের তালে ঘুরি, ওই সন্ধানেই এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম, দেখিতো আপনি আছেন কি না। এসে দেখি আপনি নেই। বৌমাকে আমার পরিচয় দিলাম ও আপনার বিবরন দিলাম। বৌমাতো হাসতে হাসতে এক অপরিচিত ব্যাক্তিকে ঘরে ঢুকিয়ে আপ্যায়ন করতে লাগলেন। খুবই লক্ষ্মী মেয়ে। আমাকে তো গুঠাকুরের মতো যত্ন আত্তি করছেন। যাই হোক দেখা হোল। দু-চারটি কথা সেরে আ মিও যাবো, আপনি আগে স্নানসেরে খাওয়া দাওয়া কন।
----এবং আপনিও কন, সুজাতা, ---এসেছেন নিজের ইচ্ছায়। উই ওয়েলকাম ইউ !কিন্তু যাবেন আমাদের ইচ্ছায়। কী গো ?
---দান ব্যাপার, অভিমন্যুবাবু, সেদিনই আপনাকে খুব ইনটারেস্টিং মানুষবলে মনে হয়েছিলো। সময় থাকলে আপনার সঙ্গে আরও কথা বলতাম। আপনার যদি খুব অসুবিধা না থাকে, থাকুন না আমাদের সঙ্গে আজকের দিনটা।
---ওরে বাবা, তাহলে আমার সংবাদ ?
---সংবাদ কাল সকাল থেকে। সংবাদ তো প্রতি মুহূর্তে তৈরী হচ্ছে। প্রতি অনু পরমানুতেই সংবাদ ঠাসা। আপাতত আম ার তরফ থেকে পাওয়া সংবাদ হচ্ছে আপনার রান্নাও চাপিয়েছি। অতএব দু-জনেই তৈরি হন।

খাওয়ার সময় সুজাতা বললো --- জানো উনি কী বলছিলেন ? মানব সভ্যতার চলার পথে তোমরা সব বোগাস।
---কী রকম ?
---মানব সভ্যতা নয় বৌমা, জগতের চলার পথেই পুষ হচ্ছে বোগাস। জীবজগতে যেখানেই স্ত্রীপুষ ভেদ আছে, সেখানে নারীই প্রবল, কারন তারাই পরম্পরার ধারক ও বাহক, পুষ শুধু ব্যবহৃত হয়। ক্যাটালিস্ট ! কিন্তু প্যাসিভ, জিন প্রযুক্তি যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে এখনও নারীই চালিকা। অবশ্য এমন দিনও আসতে পারে যখন প্রযুক্তিই শতকরা হিসাবে প্র ানের সৃষ্টি করবে, স্ত্রী পুষ থাকবে, তবে প্রানের সৃষ্টি করবে যন্ত্র।
----ওরে তারা। দাদা, এ যা ছাড়লেন, এটা বাজারে ছাড়লে তো আগুন জ্বলে যাবে।
---জ্বলবেই তো। নতুন কিছু ভাবার বা বলার চেষ্টা করলেই তো একঘরে হতে হবে, আমি মাঝে মাঝেই খোপ যাই। নতুন কোন ধারনার কথা আমার পেপারে ছাপলেই গালমন্দ শুনি,
---যেমন ?
---একটা সম্পাদকীয় লিখেছিলাম বাঙালীর সমষ্টি বিরাগ। অর্থাৎ আমাদের সমষ্টিগত ভাবে কোন ভালো কাজে নামা খুবই কঠিন। বরং সমষ্টিগত ভাবে ধবংস করতে আমরা খুবই ওস্তাদ, একক ভাবে এখন ও আমরা দান, কিন্তু একযোগে কোন গঠন ধর্মী কাজ করা বা কোন কিছু গড়ে তোলায় আমাদের সুনাম নেই।

হিংসা, পারসোনালিটি ক্ল্যাশ, উদ্যমহীনতা আমাদের জাতটাকে সমষ্টিগত উন্নতিতে বাধা দিচ্ছে। একক কেউ চেষ্টা করলেই ইউনিয়ন বাজি করে সব উদ্যম ভেস্তে দেয়।
---তারপর ?
---ছেপেছিলাম। তারপর ভীতি প্রদর্শন, দেখে নেওয়া, সবরকমের খেউড় চলতে লাগলো। প্রেস গুঁড়িয়ে দিলো।
---কী সাংঘাতিক। পুলিশ ?
---পুলিশ ? রাজার রক্ষীরা কবে আর প্রজাদের স্বার্থ দেখেছে ?আর তাছাড়া এটা আর কী সাংঘাতিক। সে বলতে হলে তো ভজহরি সরখেলের গল্প বলতে হয়।
---সে আবার কে ?
---সে একজন ট্রাক ড্রাইভার। এক সময় এই আঞ্চলেই দূর গ্রামে বাস করতো। বাবা মারা গেছেন, কিছু ভূ সম্পত্তি ছিলো, তাই দিয়ে সংসার চালাতো। মানুষটি নির্বিরোধ, সহজ - সরল, কিন্তু তার একটি অপরাধ ছিলো। অপরাধ হে াল সে পার্টি করতো ন। অবশ্য হ্যাঁ। তার বাবা জীবিত থাকাকালীন তিনি কংগ্রেস করতেন। ভজহরির পার্টি অ্যালার্জি ছিলো। একদিন দেখলো তার জমিতে খাটবার মজুর নেই, অনুনয় বিনয় করে ও কাউকে পেলো না, হালবলদ ছিলো। প্রচন্ডপরিশ্রম করে নিজেই নিজের জমি চাষ করতে আরম্ভ করলো, কিছুদিন বাদে হালবলদ চুরি গেলো। অন্যগ্রাম থেকে এক আত্মীয়ের হালবলদ নিয়ে চষতে লাগলো। একদিন সকালে দেখলো বারো বিঘে চাষ জমিতে বড় বড় ডোবা হয়ে অ াছে। স্ত্রী পুত্র নিয়ে শহরে চলে এলো। এক পরিচিত ভদ্র লোকের হাতে পায়ে ধরে আশ্রয় পেলো এবং তাঁর বাড়িতেই একটি চালের দোকান দিলো। একদিন দেখলো বস্তা সমেত চাল উধাও। একটি বড়ো কাপড়ের দোকানে চাক্‌রি নিলো। খুবই ব্বিস্ত হয়ে কাজ করছিলো, মালিক ও খুব খুশি, কিন্তু মাসখানেক বাদে মালিক অবশ্যই ব্যক্তিগত কারনে দুবার দিলেন। সেই ভজহরি পরে হোল দূর পাল্লার ট্রাক ড্রাইভার, স্ত্রী পুত্রকে এখানে রেখে দূর দূরান্তে চলে যেতো। স্ত্রীর অনুরোধ ছেলের পৈতে দেওয়ার জন্য গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলো।

গিয়ে দেখলো সে সামাজিক বয়কটের বলি হয়েছে। ধোপা, নাপিত, পুত, মজুর সব বন্ধ। সামন্ততন্ত্র উঠে গিয়েছেনা ?য াই হোক শহর থেকে ক্যাটারারের লোক নিয়ে এসে নমো নমো করে কাজ সারলো, ক্যাটারার সকালে এসে সন্ধ্যায় প ালালো। পুত ওরাই নিয়ে এসেছিলো। তারপর সবগুটিয়ে নিয়ে ভজহরি এতদিনে পথে অনেক দিনের পরিচয় ঝালিয়ে নিয়ে গেল একদিন, খুব ভালো আছে। নিজের আস্তানা হয়েছে। ছেলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে।
-----তো ভজহরির আখ্যান ছাপা হলে এবার কী গুঁড়ো হোল,
---বাঁ হাতটা। চলুন, ওঠা যাক,
---বিকালের দিকে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এলো, সুজাতা থেকে একটু দূরে একটা গ্রামে ভারত সেবাশ্রামের একটা আশ্র ম আছে হেঁটে যাতায়াত করবো। বৃষ্টি এলে একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারও হবে। কী, গো ?
শহর পেরিয়ে ধূসর মেঠোপথ। মেঘ আরও ঘনিয়ে এসেছে। ঠান্ডা বাতাস বইছে। দূরে কোথাও বৃষ্টির ইঙ্গিত। হয়তো ক ালবোশেখি। এখনও ঘোর গ্রীষ্ম। মাঠে চাষ নেই। অভিমন্যু বললেন,
---গ্রিন রেহোলিউশন শুনেছেন তো ?
---হ্যাঁ, পাঞ্জাবে হয়েছে।
---ওখানে দেখবেন কখনো জমি পড়ে থাকে না। প্রচুর শ্যালো। সারা বছর ধরে বিবিধ ফসল ওরা ফলায়। পার ক্যাপিট া রোজগার প্রচুর। থাকেও বিলাসে, শ্যালো চুরি হয় না, ঝান্ডাপুঁতে ফসল কাট াও হয় না। প্রয়োজনই নেই।
----হোয়াইট রেভোলিউশনও তো ওরা করেছে।
---দুধের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। আমাদের ফচ্‌কে বিপ্লবীরা ওদের কাছ থেকে বিপ্লবের সঠিক সংজ্ঞাটা শিখে আসতে প ারে। এখানে এতো কাঁচা বাড়ি দেখছেন। আমি পঞ্জাবে কতো জায়গায় ঘুরেছি, কাঁচা বাড়ি নজরেই পড়েনি, প্রতিটি ম ানুষ প্রচন্ডখাট। চলবে না, চলছে না নেই। এদের এতো ফসল য়ে জমির একটা অংশে অস্থায়ী খামার বানায়।

---তাহলে আমরা পারছিনা কেন ?
---কারন রাজনীতি। রাজনীতি শিখিয়েছে কাজ না করতে । শিখিছে গলাবাজি করতে। শিখিয়েছে পরের ধনে পোদ্দারি করতে।
মাঝে মাঝে ভাবিই তো দাদা, কেন আমরা জাতিগতভাবে এতো পিছিয়ে। আমি এম - এ, বি -এড করেছি, অথচ রোজগার করতে পারি না। এই হতাশা তো সামাগ্রিকভাবেই যুব সমাজের হতাশা, অতচ আমাদের প্রায় একশো কোটি মানুষ। আমাদের তো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী হওয়া উচিত। তাহলে কী করছে রাজনীতিক রা । রাজনীতির উদ্দেশ্য কী ?
---উদ্দেশ্য ক্ষমতা। উদ্দেশ্য নিজের জেনারেশন গুলোকে নিশ্চিন্ত করা, উদ্দেশ্য যেন তেন প্রাকরেন পাদ প্রদীপের তলায় আসা।
---সবাই কি তাই।
---বেশিরভাগই ! রাজনাতির মূল উদ্দেশ্য মানুষের কল্যান সাধন, কল্যান সাধন করতে গেলে শ্রেষ্ঠ নীতির প্রয়োজন, শ্রেষ্ঠ নীতি ঠিক করবে কারা ?শ্রেষ্ঠ ব্রেনগুলো। যেমন ধন আমাদের ক্যাট। তখন ক্লাশ এইটেই ভাগ হয়ে যেত ভালো ছাত্র আর কমা ছাত্র। ভালোরা যেত সায়েন্সে, কমারা যেতো কমার্স বা আর্টস পড়তে। এই লাইন চয়েস করাটা তো সত্য।
---ঠিক-ই তো।
---হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর সব লাইনের যে গুলো ভালো ব্রেন তারা অনেকে চলে গেল ডাক্তারি, ইঞ্জিয়ারিং পড়তে। কেউ হোল উকিল, মাস্টার, চার্টাউ বা টেকনোলজিস্ট। কেউ বা হোল আই - এ - এস, ডব্লিউ বি - সি - এস। তাও না পেলে ব্যবসা বাণিজ্য। কেউ বা আমার মতো ছোটখাটো কিছু করছে। তাহলে পড়ে থাকলে কোন গুলো ? নিকৃষ্ট গুলো।তারা পলিটিক্স করছে।
একটা ছোট্ট ঘুর্নিঝড় সকলকে আদর করে চলে গেল,
---কী দান, কল্যান।
----আরে এটা আর কী ?দাদা যে ঝড় তুলেছেন সেটা যে আরও দান। আমরা তো ভাবিই নি কখনো এভাবে,
----ব্যাপারটা তো তাই -ই। কজন মেধাবী ছাত্র শুধু পলিটিক্সকে ভালোবেসে পলিটিক্স করে?খুবই কম, কেউ হয়তো সংসার গুছিয়ে শেষে জীবনে পলিটিক্সে এলেন। কিন্তু তখনতো সন্ধ্যার সূর্য। এই যেমন এখন।

দূরে আশ্রমের মন্দির - চূড়া দেখা গেল। ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও আরম্ভ হোল। সুজাতা গান ধরলো---
---মোরা ঝঞ্ঝার চির সাথি
মোরা বৃষ্টির সাথে মাতি
মোরা শ্রেষ্ঠপ্রানের ধারা,
মোরা অশনিরে কাছে ডাকি
মোরা ঘূর্নির সাথে থাকি
মোরা মেঘেতে পাগল পারা।
--গানটি বৌমা ছোট্ট। কিন্তু অপূর্ব !
আশ্রমের মহারাজ কল্যানের পরিচিত। তিনি সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। আশ্রম ঘুরিয়ে দেখালেন। এ বিশাল বাউন্ডারি, একটি স্কুল চলে। হোস্টেল আছে। ডিস্পেন্সারিও আছে, প্রচুর সব্জি চাষ হয়, প্রার্থনা - ঘর, থাকার ঘর, অতিথিশালা, সবই আছে, ইলেক্ট্রিসিটি, টেলিফোন ও আছে। সংসার ত্যাগী মানুষগুলো মানুষের সেবায় ব্যস্ত।

মহারাজ সংকোট বললেন, দুপুরে অনেক ভক্ত, সাধারন মানুষ আসেন। এখানেই প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় আয়োজন কমই হয়, তবে এ সময়ে তো আমরা অতিথি পাই না। আমাদের অনুরোধ সন্ধ্যার খাওয়াটা এখানেই খেয়ে যান। নিরামিষ খাবার, আপনাদের তৃপ্তি হয়তো হবে না। তবে আমাদের হবে।

এমন কথায় না বলা অসম্ভব। সুজাতা আবেগে আপ্লুত , ----আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ। আমরা চোটপুটে আপন াদের ভাগটাও খেয়ে নেবো। আমি আবার যা পেটুক!
শুধু একটাই কথা। আমাদেরকে ফিরতে হবে। এবং হেঁটেই ফিরবো।
---কিচ্ছু চিন্তা নেই। আশ্রমের দুটি ছেলে টর্চ নিয়ে আপনাদের শহরে পৌঁছে দিয়ে আসবে, মাত্র পাঁচ কিলোমিটার রাস্ত া।
---মহারাজ, এখন তো ছিটে ফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা একটু গ্রামের রাস্তায় ঘুরি।
---নিশ্চয়ই, নিশ্চিন্তে ঘুন। একটা টর্চ নিয়ে যান। আশ্রমে চা চলে না। তবে কাছেই একটা দোকান আছে।
গ্রামের রাস্তায় আলো নেই। মানুষ জন যাতায়াত করছে। একটি হেঁটে দেখা গেল একটা চায়ের দোকান। দোকানদার একা। হ্যারিকেন জ্বলছে। তিনজন খদ্দের পেয়ে সে তৎপর হোল।
---কেমন লাগলো দাদার।
---ভীষন ভালো। মানুষগুলো সেবাব্রতী। যে কোন দুর্যোগেই এঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশ চালাবার জন্যও এরকম লে াকই দরকার, যাঁরা কাজ করেন। ধুনি জ্বালিয়ে পরমার্থের সন্ধান করেন না।
---তাহলে রাজনীতিকরন সন্ন্যাসী হলেই ঠিক হয়।
---তা তো বলছি না। বলছি য়ে রাজনীতি করতে গিয়ে লোভের বশবর্তী হলে চলবে না। যেটা এখন চলছে।
চা খাওয়া শেষ করে আবার গাঁয়ের পথে। সন্ধ্যাতেই নিঝুম রাত্রি। লইনের আলো দেখা যায় কোন কোন বাড়ি তেকে। বাচচাদের পড়ার আওয়াজ শোনা যায়। ঝিঝি ডাকছে। বৃষ্টি থেমেছে। ব্যাঙও ডাকছে ।

রাত্রির নিরামিষ ভোজ শেষ করে মহারাজাকে নমস্কার করে ফিরতি পথে দুটি ছেলে ওদেরকে শহরের রাস্তা ধরিয়ে দিয়ে গেল। মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদের আলো তখন নরম, অভিমন্যু বললেন, ---এই দিনটা চিরকাল মনে থাকবে, অনাত্মীয় কেউ যে এভাবে আপ্যায়ন পায় আজকালকার দিনে ; ভাবাই য়ায় না। আমার সামর্থ্য সীমিত। তবু য়ে কোন ব্যাপারে আমি এই সুন্দর জুটি -টির সঙ্গে থাকবো।
---আমাদের ও একই কথা দাদা। আমরাও আপনাকে ভুলবো না। আমাদের অনুরোধ, মাঝে মাঝে আসবেন। আপনার মতো মানুষকে দাদা বলতে পারাটা ভাগ্যের ব্যাপার,
---বৌমা, এই বিনয়, এই নম্রতা উঠেই গেছে। আগে কিন্তু তাই - ই ছিলো। মানুযে পরস্পরকে ভালোবাসতো, একে অপরের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তো। চৌষট্টি পয়ষটি সাল পর্যন্ত এ রকমই ছিলো, ছিষট্টি - সাতষট্টি সাল থেকে দিনগুলে া বদলে গেল, পলিটিক্স শেখালো ঘৃনা, অবজ্ঞা আর অনাচার, থার্ড ক্লাশ পিপ্‌ল্‌। এখন আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না।
---য বলছেনে, কল্যান, ---মানুষের সুন্দর অনুভূতি গুলো কেমন যেন নষ্ট হয়ে গিয়েছে।
বৌমার কাছে তাঁর সংগ্রামের কথা শনেছি। আপনাদের আমি বয়সে বড়ো সব শুভেচ্ছা আগাম জানিয়ে রাখছি
----তার মানে াপনাকে সব হাঁড়ির খবর দিয়েছে।
---সব খবর । আপনাদের ভালোবাসার কথা, আপনার সহযোগিতার কথা ;সব। আমার যেটা সব থেকে ভালো লেগেছে বৌমার যেদিন ডিউটি থাকে, সেদিন রান্নার দায়িত্ব আপনার।
---না দাদা, আমার যেদিন ডিউটি থাকে না, সেদিন ও বেশির ভাগ রান্না ও-ই করে, আমি অল্পই করি। ওর রান্না অ ারও ভালো।
---আমি প্রার্থনা করি এই বোঝাপড়াটা বজায় থাক। কী অপূর্ব আন্ডার স্ট্যান্ডিং। সরকারি হাসপাতালে নার্সিং চাক্‌রি খুবই ঝকমারির। সে সব সামলে গুছিয়ে সংসার করতে পারাটাই তো ক্রেডিটের ব্যাপার।
---আমাদের চাক্‌রি টাকে ঝকমারি বলছেন কেন ?
---বৌমা, আমি সাংবাদিক, কলেজ জীবনে বামরাজনীতি ও করেছি। এ সর আমি জানি, রাষ্ট্রযন্ত্রটা যন্ত্রই। চালায় কিছু লোভী লোকজন। একজন মিনিস্টারের ডায়লগ পড়েন নি পেপারে ?কোন ঢাকাঢাকা - গুড়গুড় নেই। স্পষ্টই বলেছেন তঁ

ারা সাধুসন্ন্যাসী নন। তাঁরা রাজনীতি করেন।
এক্ ন্যাচার‍্যালি কিছু পাওয়ার জন্য। তাই স্কুল, কলেজ হাসপাতাল এসব চালাতে হয়। নইলে রাষ্ট্রের কল্যানকামী মূর্তিটা তুলে ধরা ধরা যায় না। শিক্ষার বা স্বাস্থ্যের উন্নতিই যদি উদ্দেশ্য হত, তাহলে দেশের এই দশা হবে কেন ?লোক সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কাজের সুযোগ কমছে। কর্মসংস্থান কমলেই রাজনৈতিক ধান্দাবাজি বাড়ছে। তাইতো আমি রাজনীতির জঞ্জাল থেকে দূরে থাকি।
----দাদা, আমাদের কথা তো শুনলেন, আপনার পরিবারের কথা কিছু বললেন না।
---আমার একক পরিবার,
---কেন ?আপনার বৌমা তো আপনাকে ঝড় বলেছে, আমি বলবো আগ্নেয়গিরি, আপনাকে যেটুকু বুঝেছি আপনার তো সংসারে বীতরাগ হওয়ার কথা নয়।
----অভিমুন্য চুপ করে থাকলেন,
---ও, দাদা, সুজাতা অধৈর্য।
আকাশে তখন চাঁদ ও মেঘের প্রতিযোগিতা চলছে। মেঘ জিতছে। অভিমূন্য একবার মায়ঝী। মানেটা তো জানেন ?
----অবশ্যই জানি, সুজতা স্মার্ট, ---অর্জুন আর সুভদ্রার ছেলে। অভিমন্যু কথাটার মানে হোল, যিনি ভয়হীন এবং ক্রোধান্বিত।
---তাতে কী হোল ?
---তাই হয়তো একক পরিবার।
---ও সব শুনবো না। ও দাদা, বলুন না, বলুন না।
অভিমন্যু কেন, পৃথিবীর যে কোন দাদাই এই কথায় দ্রবীভূত হবে। অভিমন্যু কোমল হলেন। তাঁর কেমন যেন মনেহোল এই আবদারের চেয়ে স্বর্গীয় আর কী হতে পারে ?
----আপনারা তখন আগ্নেয় গিরির কথা বলছিলেন না। ?আজ তিনটে আগ্নেয় গিরির গল্প বলি, তাদের নিয়ে একটা কবিতাও লিখেছিলাম।
----আগ্নেয় গিরির গল্প ?ও দাদা, ওই তো কালিমন্দিরে গিয়ে বসি,শহরের মধ্যেই কালিমন্দির, ছোট্ট একটি জঙ্গল, তারমধ্যে ছোট্ট একটি পুকুর আছে. তার চারপাশে মেলা বসে। মন্দিরে পুরোহিত নিত্যকর্ম সারছেন, তিনজনে গিয়ে ঠাকুর প্রনাম করে পুকুরের ধারে বসলো, ঠান্ডা হাওয়া, নিঝুম পরিমন্ডল, নবীনা রাত্রি। গল্প শোনার সঠিক পরিবেশ,
---পাটভূমি নিউজিল্যান্ড তারনাকি আর য়াপেহু নামে দুটো পুঘ আগ্নোয়গিরি ছিলো। তারা ছিলো বন্ধু। আর ছিলো সুন্দরি তোঙারিবো, সেও আগ্নেয়গিরি, তারানাকি আর য়াপেহু দু-জনেই তোঙ্গারিরোকে ভালোবাসতো, পৃথিবীতে ত্রিভুজ প্রেমের যা পরিনতি হয়, এখানেও তাই হোল, বন্দুত্বে ফাটল ধরলো তোঙ্গারিরোকে কেন্দ্র করে। একদিন তারানাকি ঝাঁপিয়ে পড়লো য়াপেহুর উপর। য়া পেহুর বিরাট চূড়ায় একটা গরমজলের দিঘি ছিলো। সে তারানাকির উপর গরম জলের বন্যা বইয়ে তাকে ধবংস করতেচাইল। তারনাকি তখন তার মুখ থেকে লক্ষ লক্ষ পাথর উগরে দিতে লাগল, তারফলে য়াপেহুর চূড়াটা একেবারে ভেঙে গেল। য়াপেহু সমস্ত পাথর নীরবে গিলে ফেলল, সেগুলো গলিয়ে ফেলল এবং তারপর সেই গলিত পাথরের থুতু ছিটোতে লাগল। তীব্র গরমে অতিষ্ট হয়ে জ্বালা জুড়োবার জন্য একটা উপত্যাকা বেয়ে তারানাকি সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। এবং তখনই তার চৈতন্যোদয় হল। সে নিজেকে সামলাল। য়াপেহুর পথ নিষ্ক-ন্টক করল।
---তারপর ?
---তারপর স্তব্ধতা। ওয়াংলুই নামে একটি সুন্দর উপত্যাকা আছে। সেখানে তারানাকির যাবার পথ এখনো চিহ্নিত হয়ে আছে।
----তাহলে দাদা, এই হলো আপনার, গল্প। আমার দাদাটির তোঙ্গারিরো কে ছিল জানতে ইচছা করে। আর ও গুলো সব এখন কেমন আছে ?
---তারানাকির নতুন নাম মাউন্ট এগমন্ড তোঙ্গারিরো এখন পাউহো।

---ও দাদা, আপনার সম্বন্ধে বলুন না।

---আজও, অভিমন্যুর গলা যেন অনেকদূর থেকে ভেসে এলো, আজ্যও মাউরিরা এগমন্ট য়াপেহু অঞ্চলে বসবাস করে না, কবব দেয় না। তাদের কাছে এটা খুব প্রিয়, খুব পবিত্র অঞ্চল, কারন এই অঞ্চলের বাতাসেই ছড়িয়ে আছে প্রেমের পবিত্রতা, প্রেমের জন্য লড়াই ত্যাগের মাধুর্য। মাউরিরা বিশ্বাস করে আবার একদিন সেই প্রেম,সেইদ্বন্দ্ব, সেই ত্যাগ---সবই জীবন্ত হয়ে উঠবে। তারা ভেড়া চরায়, ঘোড়ার পিঠেট্রেকিং করে। তারপর সন্ধ্যার পড়ন্ত আলোয় তিনজনের স্মৃতিতে তারা যখন ফুলের অর্ঘ্য দেয়, তখন হয়তো গান গায়----

আবার এস গো ফিরে
বাতাসের এই নীড়ে
লয়ে পুরাতন স্মৃতি খানি,---
আবার ভাসো গো হেথা
ভুলে যাই সব ব্যথা ---
তোমা মাঝে লও আজি টানি।